তারিখ 19 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

আজকের কাগজ

19 SEP 199

ক্যাডেট কলেজের বোর্ড পরীক্ষা ভিন্ন কেন্দ্রে করার দাবি

আনিস আলমগীরঃ ঢাকা গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জহিরুল হক ক্যাডেট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডের অধীন পরীক্ষাবলী নিজস্ব কলেজের বাইরে অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে তার স্কুলের কিছু ছাত্র অবিবেচনার শিকার হয়েছেন- অভিভাবকদের এ রকম দাবির মুখে তিনি এ বিষয়ে তদন্ত দাবি করেছেন।

গতকাল বুধবার আজকের কাগজ-এর সঙ্গে আলাপকালে জহিরুল হক বলেন যে, এ বছর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক ফলাফলে তিনি অসন্তুষ্ট নন। কিন্তু মেধা তালিকায় স্কুলের আরো কয়েকজন ছাত্রের অবস্থান তারা আশা করেছিলেন। ইতিমধ্যে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্যে।

তিনি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বলেন যে, ক্যাডেটরা নিজস্ব কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ অর্জনের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে স্বাচ্ছন্দে পরীক্ষা দিতে পারে। অন্যদের পক্ষে এটি সম্ভব হয় না। জহিরুল হক এর পরিবর্তন করে অন্যান্য শিক্ষায়তনের মতো ক্যাডেটদের পরীক্ষাও নিজস্ব শিক্ষায়তনের বাইরে অনুষ্ঠানের দাবি করেন।

তিনি আরো দাবি করেন, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্যে ভালো ভালো স্কুলের খাতাগুলো যেন ভালো শিক্ষকের হাতে যায় এবং একাধিক প্রধান পরীক্ষকের কাছে না দিয়ে সব ভালো স্কুলের খাতা যেন একজন প্রধান পরীক্ষকের কাছে যায়। ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধানের দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া বলেন, "ভালো ছাত্ররা ভালো রেজাল্ট করেছে।" এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ইউনুস আলী দেওয়ান বলেন, "ক্যাডেটদের জন্যে আলাদা কেন্দ্রের, ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল" নিয়ে যে কোনো তদন্তে তাদের আপত্তি নেই। মন্ত্রণালয় চাইলেই কেবল এটি সম্ভব। তিনি বলেন যে, ভালো স্কুলের খাতা সব সময় 'এ' গ্রেডের পরীক্ষক দ্বারা দেখানো হয়। সেখানে কাউকে অবিবেচনা করার প্রশ্ন আসেনা। মহানগরীর বিভিন্ন স্কুলের দশহাজার খাতা হারিয়ে যাওয়া নিয়ে একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদকে তিনি ভিত্তিহীন বলে অভিমত দেন।

ইউনুস দেওয়ান আরো বলেন, "ফলাফল প্রকাশের আগের দিন মেধা তালিকা তৈরি হয়। এতে কারো প্রভাব পড়ারও প্রশ্ন আসেনা। তিনি বলেন, গত বছর মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে তাদের ছাত্রদের অবিবেচনা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছিলো। কিন্তু ফলাফল শুধু ভালো প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করেনা। ভালো ছাত্র, পাঠদান ইত্যাদিও দেখতে হবে। এবারের ফলাফলে অনেক নতুন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। এটি তাদের সামগ্রিক গুণেই সম্ভব হয়েছে।